মৃত্যুঞ্জয় জননীকে কহে কাঁদি কাঁদি।
'জানকীরে দেখ আমি যাই ওড়াকান্দী।।'
ওড়াকান্দী প্রভুধামে যান মৃত্যুঞ্জয়।
উপনীত হ'ল গিয়া সন্ধ্যার সময়।।
ঘোর হয় নাই সন্ধ্যা দীপ জ্বলে ঘরে।
ঠাকুর বসিয়াছেন গৃহের বাহিরে।।
প্রণমিল মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরের পায়।
অপরূপ ফুলসজ্জা দেখিবারে পায়।।
কৃষ্ণকলি পুষ্পহার প্রভুর গলায়।
কি শোভা হয়েছে তাহা কহা নাহি যায়।।
চারি চারি শ্বেতপুষ্প চারি চারি লাল।
চারিটি হরিদ্রাবর্ণ তাহাতে মিশাল।।
চারি পুষ্প শ্বেত আর চারি পুষ্প লাল।
চারিটি হরিদ্রাবর্ণ থরে থরে মাল।।
এই মালা দুই সারি প্রভুর গলায়।
আর দুই সারি মালা দিয়াছে মাথায়।।
মস্তকের পার্শ্ব দিয়া আকর্ণ বেষ্টিত।
ঝুমকা আকার হার গলেতে দোলিত।।
এক সারি বক্ষঃপর রয়েছে সাজান।
আর এক সারি নাভি পর্য্যন্ত ঝুলান।।
অপরূপ তাহাতে হয়েছে কিবা সাজ।
গোপীরা সাজায় যেন কুঞ্জবন মাঝ।।
ফুলহার ঈষৎ ঈষৎ ঝুলিতেছে।
তার মঝে দলগুলি ঈষৎ পড়িছে।।
বহিতেছে মন্দ মন্দ দক্ষিণে বাতাস।
ফুল হ'তে বহিতেছে পর্য্যাপ্ত সুবাস।।
একে তো শ্রাবণ মাস আরও সন্ধ্যাকালে।
অল্পক্ষণ দিনমণি গেছে অস্তাচলে।।
আকাশে বিচিত্র শোভা লোহিত বরণ।
এদিকে উদিত যেন দ্বিতীয় অরুণ।।
মৃত্যুঞ্জয় এসে তাই করে দরশন।
অপরূপ রূপ যেন মদনমোহন।।
জ্ঞানহারা প্রায় দেখি রক্ত পুষ্পপুঞ্জ।
ভেবেছেন মৃত্যুঞ্জয় এই কি নিকুঞ্জ।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে 'প্রভু বল বল বল।
কোন গোপী ব্রজভাবে তোমাকে সাজাল?
প্রভু কন 'মল্লকান্দী জানকী নামিনী।
আমাকে সাজিয়ে গেল সেই যে গোপিনী।।
তুমি যারে দেখে এলে যেন ধ্যান-ধরা।
উত্তার দেখিলে যার নয়নের তারা।।
মানসেতে মনঃসুতে মালা গেঁথে ফুলে।
মনে মনে মালা গেঁথে দিল মোর গলে।।
আরোপেতে দেখে মোরে বাক্য নাহি স্ফুরে।
এসেছ যাহার ভাব জানাতে আমারে।।
কি কহিবি তার কথা বল বল বল।
দেখিব দেখিব তারে চল চল চল।।'
মৃত্যুঞ্জয় ধরায় পড়িল কাঁদি কাঁদি।
প্রভু বলে চল শীঘ্র যাই মল্লকান্দী।।
মহাপ্রভু নৌকা'পরে উঠিল অমনি।
আস্তে আস্তে মৃত্যুঞ্জয় বাহিল তরণী।।
শুক্লপক্ষ শুভাষ্টমী তিথির সময়।
তরী পরে হরি, তরী বাহে' মৃত্যুঞ্জয়।।
ক্রমে ক্রমে নিশাকর কর প্রকাশিল।
ঈশাণে ঈষৎ মেঘ ক্রমে দেখা দিল।।
গগণে নক্ষত্র সব হয়েছে উদয়।
তার মধ্যে চন্দ্রোদয় কিবা শোভা তায়।।
শোভা দেখি মৃত্যুঞ্জয় আনন্দ অপার।
জয়ধ্বনি করে ক্ষণে করে হুহুঙ্কার।।
স্বেদ কম্প পুলকিত মৃত্যুঞ্জয় দেহ।
বলে 'তোরা হেন শোভা দেখিলি না কেহ।।'
বিস্মিত হইল ঠাকুরের পানে চেয়ে।
প্রভু কয় 'যারে বাছা ত্বরা তরী বেয়ে।।
ধীরে ধীরে বাহে তরী মালা দেখি মোহে।
নিরখি' নিরখি' নীর নিরবধি বহে।।